অমিতাভের সাথে আড্ডা

'পেপসি খাও আর অমিতাভের সাথে আড্ডা দাও'... এমন আহ্বান নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে আপনার চোখে পড়েছে। আর চোখে পড়ার সাথে সাথেই নিশ্চয়ই আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন কি করে বিজয়ী হওয়া যায়, কি করে যাওয়া যায় অমিতাভের কাছে - এর হিসাব মেলাতে। শুধু এক বোতল পেপসি, সেভেন আপ, মিরিন্ডা বা মাউন্টেন ডিউ খেলেই আপনিও পেতে পারেন সে সুযোগ! তারুণ্যের ব্র্যান্ড পেপসির এই প্রতিযোগিতামূলক আয়োজনটি শুধু যে বাংলাদেশেই হচ্ছে তা নয়, একই সঙ্গে ভারতেও শুরু হয়েছে এ প্রতিযোগিতা। তাই বিজয়ীদের জন্য এটি এক অভূতপূর্ব সুযোগ। মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চন তাঁর ব্যস্ত শিডিউলের মধ্যেও ভারত এবং বাংলাদেশের পেপসি ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তুলবেন ছবি, অংশ নেবেন লাঞ্চ অথবা ডিনারে আর জমাবেন জমপেশ আড্ডা। একবার ভাবুন তো- আপনার সামনে বসে মেগা স্টার অমিতাভ বচ্চন। গল্প করছেন আপনি তাঁর সঙ্গে, ছবি তুলছেন, নিচ্ছেন অটোগ্রাফ। জীবন্ত কিংবদন্তী এই তারকার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আপনার জীবনের জন্য ঐতিহাসিক হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই।

ট্রান্সকম বেভারেজেস লিমিটেডের উৎপাদিত দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় কোমল পানীয় পেপসি, তার ভক্তদের জন্য এবার নিয়ে এসেছে অপূর্ব সে সুযোগ। 'পেপসি খাও আর অমিতাভের সাথে আড্ডা দাও' শিরোনামের এই ক্যাম্পেইনে অংশ নিয়ে যে কেউ কলকাতায় ঘুরে ফিরে, আড্ডা জমাতে পারেন অমিতাভের সঙ্গে। ইতিমধ্যে তিনজন বিজয়ী এ সুযোগ পেয়েছেন। এরা হলেন- ঢাকার রনক ও বাপ্পী এবং খুলনার রিজওয়ানুল। এদের সাথে আরো ১২জন যুক্ত হয়ে জুন মাসের কোনো এক সকালে সবাই মিলে রওনা হয়ে যাচ্ছেন কলকাতা। এই সফরে যাতায়াতসহ থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করবে পেপসি।

'পেপসি খাও আর অমিতাভের সাথে আড্ডা দাও' ক্যাম্পেইন প্রসঙ্গে অমিতাভ কী বলেন তাই শোনা যাক না এবার-

১. পেপসি'র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে আপনার অনুভূতি কেমন?

- আমি তো দারুণ উপভোগ করছি। এ বয়সেও আমাকে তারুণ্যের প্রতীক ভাবা হয়- এটা আমি দারুণ এনজয় করি। পেপসির সাথে আমার এ সম্পর্ক পাঁচ বছরেরও বেশি। বিশাল এ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজে একজন সফল অভিনেতা হিসেবে এগিয়ে যেতে এ ধরনের ব্র্যান্ড এসোসিয়েশন খুব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এটা খুব হেল্পফুল। এর জন্য আমি পেপসির কাছে কৃতজ্ঞ।

২. 'পেপসি খাও আর অমিতাভের সাথে আড্ডা দাও' কার্যক্রম ক'জন মানুষকে আপনার মতো জীবন্ত কিংবদন্তির সাথে আড্ডার সুযোগ এনে দিয়েছে- এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

- আয়োজনটি এক কথায় অভূতপূর্ব, ভাবতেই বেশ পুলকিত হই। পেপসি'ই এমন একটা সুযোগ সৃষ্টি করলো- যেখানে সৌভাগ্যবান কিছু ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে আড্ডা দেবে। যাকে সবাই জীবন্ত কিংবদন্তি বলছো... হা হা হা। এই আড্ডা আয়োজনটা আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আরেকটি নতুন সংযোজন হবে। আমিও অপেক্ষা করছি, ভারত এবং বাংলাদেশের সৌভাগ্যবান সেইসব ছেলেমেয়েদের সাথে সাক্ষাতের জন্য। অবশ্য আমি মনে করি আমার সাথে আড্ডা দেয়া ছাড়াও ওদের জন্য আছে জমজমাট আতিথেয়তার ব্যবস্থা। ওদের দিক থেকে ব্যাপারটা নিয়ে যখনই আমি ভাবি, সত্যিই দারুণ রোমাঞ্চিত হই।

৩. আপনি আড্ডা দিতে পছন্দ করেন?

- আগে আমি খুব বেশি আড্ডা দিতাম না। কিন্তু এখন আমি আড্ডা বেশ এনজয় করি। আসলে যার মন যত বেশি তরুণ সেই তত বেশি আড্ডাবাজ। আড্ডা আমাদের জীবনের অনেকদিকের অনেকগুলো দরজা খুলে দিতে পারে।

৪. তারুণ্যের প্রতীক অমিতাভের স্টাইল রহস্য কি?

- ফর্মাল কোনো অনুষ্ঠানে যাবার জন্য আমার পছন্দ সুন্দর ফিটিংস-এর গলাবদ্ধ কোট আর ক্যাজুয়েল প্রোগ্রামের জন্য পছন্দ জিন্স আর টি-শার্ট বা শার্ট। স্টাইলে আমার সূত্র- স্বল্পতার বিশালত্ব। কিন্তু এর জন্য আমি এক্সপেরিমেন্টে আগ্রহী। আর নিজের জীবনের সংশিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েই তো এক্সপেরিমেন্ট জমে।

প্রোফাইল: অমিতাভ

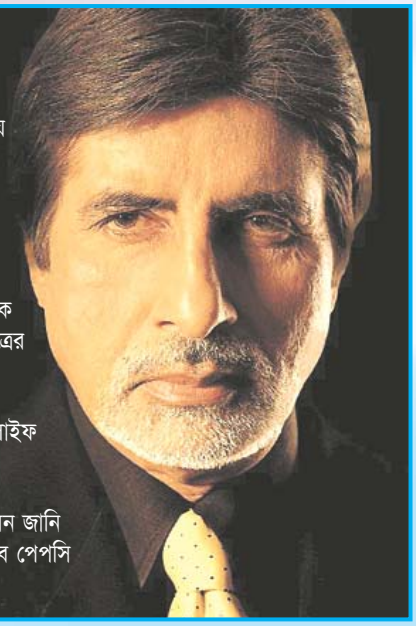

১৯৪২-এর ১১ অক্টোবর জন্ম নেয়া বিগ্ বি অমিতাভের বয়স ৬৩ পেরিয়েছে। বাবা হারিভাস রায় বচ্চন ছিলেন একজন স্বনামধন্য কবি। পেপসির 'ইয় বীর ফত্তেহ্' বিজ্ঞাপনচিত্রটির স্ক্রিপ্ট কিন্তু হারিভাসের কলম থেকেই এসেছে। মা তেজী বচ্চনের চরিত্রের ইমোশনাল দিকটি পেয়েছেন অমিতাভ। ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'জানজীর' ছবি দিয়ে অমিতাভের যাত্রা শুরু। এরপর শুধুই অতলান্তিক পাড়ি দেবার ইতিহাস। অমিতাভের অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কয়েকশ'। এই বয়সে এসেও দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন 'বাগ্‌বান' এবং 'খাকি'র মতো চলচ্চিত্রে। ফিল্মফেয়ার, জি-সিনেমা, স্টার প্লাস- সবগুলোরই 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট' পাওয়া হয়ে গেছে বিগ্ বি'র। অমিতাভের নিজের নামেই এখন দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড। জীবন্ত কিংবদন্তী নামটাও তাঁর জন্য কেমন জানি ছোট শোনায়। পেপসির ব্র্যান্ডেড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পেপসি এবং অমিতাভ জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী...